দামুড়হুদা উপজেলায় রোপা আমন ধানের বাম্পার ফলন

দামুড়হুদা উপজেলায় রোপা আমন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। চলতি রোপা আমন ধান উৎপাদন মৌসুমে ৭ হাজার ৪৫০ হেক্টর জমিতে রোপা আমন চাষের লক্ষমাত্রা নিধার্রণ করা হলেও সেখানে চাষ হয়েছে ৭ হাজার ৫৪১ হেক্টর জমিতে। চলতি মৌসুমে উৎপাদন হয়েছে হেক্টর প্রতি ৫ দশমিক সাড়ে ২ মেট্রিক টন।

গত বছর ৭ হাজার ৪৫০ হেক্টর জমিতে রোপা আমন চাষের লক্ষমাত্রা ধরা হলেও সেখানে ৭ হাজার ৫৪০ হেক্টর জমিতে চাষ হয়। গত মৌসুমে উৎপাদন ৫ দশমিক ২ মেট্রিক টন রোপা আমন ধান উৎপাদন হয়। পরানপুর গ্রামের রাহিম বক্র এর ছেলে মহিদুল ইসলাম বলেন, তার এক বিঘা জমিতে ২০ মন বরো আমন ধান উৎপাদন হয়েছে। একই গ্রামের নবাব আলীর ছেলে হাসান আলীর ৫ বিঘা ধান ছিলো তার বিঘা প্রতি ১৬ মন হারে উৎপাদন হয়েছে। গত বছর হেক্টর প্রতি হাফ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হয়েছিল বলে জানান, দামুড়হুদা কৃষিবিদ কৃষি কর্মকর্তা শারমীন আক্তার।

তিনি আরো জানান, গত বছরের তুলনায় এ বছর বৃষ্টিপাত বেশী হওয়ায় বোরো আমন ধান চাষে কৃষকদের তুলনামূলক সেচ খচর অনেক কম হয়েছে। ফলে এ বছর বোরো আমন ধান চাষ করে কৃষরা গত বছরের তুলনায় বেশ লাভবান হয়েছে।

দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক হিসেবে যোগদান করলেন এসিল্যান্ড শাহিন আলম

দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক হিসাবে যোগদান করলেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১ টায় দর্শনা পৌরসভা কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তিনি দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন। গত ১৭ ডিসেম্বর দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক তাসফিকুর রহমান নড়াইল জেলার সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসাবে বদলী হন। একই পদে ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহিন আলম দর্শনা পৌর প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

প্রথম কর্ম দিবসে দর্শনা পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে বেলা ২টায় পৌর প্রশাসকের কার্যালয়ে মতবিনিময় করেন। দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক শাহিন আলম যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওবাইদুর রহমান সাহেল।

এ সময় তিনি বলেন, মানুষের সেবায় হবে আপনাদের একমাত্র লক্ষ্য। দর্শনা পৌরবাসী সেবা গ্রহণ করতে এসে কেউ যেন হয়রানি শিকার না হয়।

তিনি আরো বলেন, আমি জানি পূর্বের প্রশাসকও ভালমনের মানুষ ছিলেন। সাবেক পৌর প্রশাসকের কাছে সেবা নিতে এসে খুশি মনে বাড়ি ফিরতেন পৌরবাসী। তিনি অল্প দিনে দর্শনা পৌরবাসীর মন জয় করতে পেরেছিলেন। সেই সেবা আপনাদের মাধ্যমে দিতেন। আমিও চায় আপনাদের সাথে নিয়ে বর্তমান পৌর প্রশাসক মানুষের সেবা দিবেন।

নবাগত পৌর প্রশাসক শাহিন আলম বলেন, জনগণের চাহিদা থাকে রাস্তাঘাট, ড্রেন পরিষ্কার, রোড লাইট সহ জন্ম মৃত্যু সনদ সহজে পেতে সহায়তা করা। একই সাথে আপনাদেরকে হুশিয়ারী করে বলতে চায় এখানে কোন দুর্নীতির সুযোগ নাই। যে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে সাথে সাথে আইনি ব্যবস্থা নেব। একই সাথে পৌর কর্মচারীদের বকেয়া বেতনভাতা যেটুকু বাকি আছে আমি চেষ্টা করব পরিশোধ করতে।

মতবিনিময় সভায় আরও আলোচনা করেন, দর্শনা পৌরসভার সহকারি প্রকৌশলী ভারপ্রাপ্ত সচিব সাজেদুল আলম, পৌর কর নির্ধারক জাহিদুল ইসলাম, হিসাবরক্ষক আরিফিন হোসেন, লাইসেন্স পরিদর্শক মমিনুল ইসলাম, সহকারী কর আদায়কারী গোলাম কিবরিয়া, শফিকুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় মাদক সেবনের অপরাধে দুইজনের জেল জরিমানা

দামুড়হুদায় মাদক সেবনের অপরাধে দুইজনকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উবাইদুর রহমান সাহেল।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলো দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোটদুধপাতিলা গ্রামের আফাজ উদ্দিনের ছেলে হান্নান (৪৭) এবং একই গ্রামের হযরত আলীর ছেলে মরজেম হোসেন (২৬)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মাদক সেবনের অপরাধে অভিযুক্তদের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারা মোতাবেক দুইজনের ৫ দিনের কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়। দণ্ড প্রদান শেষে তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার বেলা আনুমানিক ১১টার দিকে ছোট দুধপাতিলা গ্রামের মাঠে জুয়া খেলা চলছে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন সঙ্গীয় অফিসার ফোর্স নিয়ে সশরীরে ছোট দুধপাতিলার মাঠে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে জুয়াড়িরা দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে, পুলিশ তাদের পেছন অনুসরণ করে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই জুয়াড়িরা পালিয়ে গেলেও ঐ মাঠ থেকেই মাদক সেবনরত অবস্থায় দুইজনকে আটক করে পুলিশ। পরে তাদেরকে ভ্রাম্যমান আদালতে সোপর্দ করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে ছোট দুধ পাতিলা গ্রামের হান্নান এবং মরজেম হোসেন উভয়কে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৫ দিনের জেল ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উবাইদুর রহমান সাহেল।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

দামুড়হুদায় মানবসেবা স্বেচ্ছায় রক্তদান সংগঠনের সৌজন্য সাক্ষাৎ

দামুড়হুদার নবাগত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ওসি’ কে ফুলেল শুভেচছা জানিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মানবসেবা স্বেচ্ছায় রক্তদান সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টায় সংগঠনটির পক্ষ থেকে নবযোগদানকৃত তিন কর্মকর্তার সাথে পৃথক সৌজন্য পরবর্তী মতবিনিময় সভা করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মানবসেবা স্বেচ্ছায় রক্তদান সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুর রহিম, দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি এনামুল হক, সাধারণ সম্পাদক মো জাহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন শাখার সভাপতি আবু তালহা, হাউলী ইউনিয়ন শাখার সভাপতি সাংবাদিক মো জহিরুল ইসলাম, আব্দুল ওদুদ শাহ্ ডিগ্রি কলেজ শাখার সভাপতি আকাশ, সাধারণ সম্পাদক সজিবসহ সুমন, রাসেল, শাহিন, সাইফুল প্রমুখ।

উল্লেখ্য, স্বেচ্ছাসেবী এই সংগঠনটি দীর্ঘদিন যাবত স্বেচ্ছায় রক্তদান, শীতাত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনুদানসহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উপজেলা জুড়ে বেশ প্রশংসিত এই সংগঠনটি।

দামুড়হুদায় অগ্নিকাণ্ডে নিঃস্ব মোতালেবের পরিবার: পাশে দাঁড়ালেন ইউএনও

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি পরিবারের সারা জীবনের সঞ্চয় ও সহায়-সম্বল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় ক্ষতিগ্রস্ত মোতালেবের বাড়িতে সশরীরে হাজির হয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবায়দুর রহমান সাহেল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাড়ান এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন ও তাদের সান্ত্বনা দেন।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার (২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিঃ) রাত আনুমানিক ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে রঘুনাথপুর গ্রামের ৮ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মোঃ নজ্জেল বিশ্বাসের ছেলে মোতালেব হোসেনের বাড়িতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। শীতের রাতে মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণের ভয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও, আগুনের তীব্রতায় ঘরের কোনো মালামালই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

আগুনের খবর পেয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে আসেন এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। গ্রামবাসীর তৎপরতায় আগুন আশপাশের বাড়িগুলোতে ছড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা পায়। অগ্নিকাণ্ডে মোতালেব হোসেনের পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আগুনে পুড়ে গেছে ঘরের আসবাবপত্র, মজুতকৃত খাদ্যশস্য, পরিধেয় বস্ত্র ও লেপ-তোশক। তবে সবচেয়ে বেশি মর্মাহত হওয়ার মতো বিষয় হলো, পরিবারের সন্তানদের শিক্ষাজীবনের অমূল্য সম্পদ একাডেমিক সার্টিফিকেটসমূহ এবং জমি-জমার প্রয়োজনীয় মূল দলিলপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

এছাড়া ঘরে থাকা নগদ টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র হারিয়ে পরিবারটি এখন খোলা আকাশের নিচে।

সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক সহায়তা হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উবাইদুর রহমান সাহেল তিনি

মোতালেবের হাতে শীতবস্ত্র (কম্বল), শুকনো খাবার, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী (চাল, ডাল, তেল) তুলে দেন। তিনি পরিবারটিকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাসও দেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্রুত ইউএনও অফিস বরাবর লিখিত আবেদন করার পরামর্শ দেন, যাতে সরকারি তহবিল থেকে তাদের আরও বড় ধরনের পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করা যায়।

প্রশাসনের এই দ্রুত পদক্ষেপে এবং ব্যক্তিগত সহমর্মিতায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন মোতালেব হোসেনের পরিবারের সদস্যরা। তারা এই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য ইউএনও এবং গ্রামবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিজিবির নজরদারি জোরদার

খুলনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রধান ও শ্রমিক সংগঠনের খুলনা বিভাগীয় সংগঠক মোস্তাফিজুর রহমান শিকদার আহত হওয়ার পর থেকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)’র পক্ষ থেকে ব্যাটালিয়নের আওতাধীন মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

ঘটনার পর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের দায়িত্বপূর্ণ মেহেরপুর সীমান্তের পিলার ৭৫/০ থেকে ১৩১/৮-আর পর্যন্ত প্রায় ১৩০ কিলোমিটার এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি ও নজরদারি কার্যক্রম শুরু করেছে।

সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে টহল বৃদ্ধি, গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার এবং অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে।

বিজিবি সূত্র জানায়, যেসব সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই,

সেসব এলাকা বিশেষভাবে সিলগালা করা হয়েছে। সীমান্ত দিয়ে যেন কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ বা অপরাধী পালিয়ে যেতে না পারে, সে লক্ষ্যে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

মুজিবনগর, নাজিরাকোনা, দারিয়াপুর, বুড়িপোতা, ইছাখালী, ঝাঝা, হরিরামপুর, শোলমারিসহ বিভিন্ন বিওপি এলাকায় অতিরিক্ত টহল জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তসংলগ্ন অভ্যন্তরীণ এলাকায় যানবাহন ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের ওপর তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে।

সীমান্ত এলাকা ছাড়াও গাংনী উপজেলা শহরে, মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ ও মেহেরপুর শহরে বিজিবির বিভিন্ন দল টহল ও তল্লাশি করতে দেখা গেছে। ঘটনাটি রাজনৈতিক অঙ্গনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অভিযান জোরদার করেছে।

খুলনায় এনসিপি নেতা মোতালেব হোসেনকে (৪২) গুলি করে আহত করার ঘটনায়- মেহেরপুরের গাংনীর সীমান্ত এলাকায় নজরদারি, পাহারা ও টহল জোরদার করেছে বিজিবি।

এদিকে ৪৭ বিজিবির পক্ষ থেকেও সোমবার বিকাল থেকে গাংনী সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় পাহারা ও টহল জোরদার করা হয়। ৪৭ বিজিবি’র পক্ষ থেকে সোমবার বিকেলে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২২ ডিসেম্বর খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গা থানার সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকার সামনে দিয়ে যাওয়ার পথে জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির শ্রমিক উইং এর খুলনা বিভাগীয় আহবায়ক ও এনসিপি কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মোঃ মোতালেব সিকদারকে (৪২) দুর্বৃত্তরা গুলি করে আহত করে। এঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতকারীকে আটক এবং সীমান্ত অতিক্রম রোধকল্পে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর দায়িত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী গাংনী বিভিন্ন সীমান্তে নিচ্ছিদ্র নজরদারী ও পাহারা জোরদার করা হয়েছে।

এর প্রেক্ষিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর অধীনস্থ বিওপিসমূহ কর্তৃক দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এবং সীমান্তের আশেপাশের এলাকায় ৮টি চেকপোষ্ট স্থাপনের মাধ্যমে দুষ্কৃতকারীকে আটকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও নিয়মিত টহলের পাশাপাশি সীমান্তে দ্বিগুন টহল তৎপরতা বৃদ্ধি, চেকপোষ্টে তল্লাশি কার্যক্রমের মাধ্যমে দৃষ্কৃতকারী, অপরাধীর সীমান্ত অতিক্রম রোধকল্পে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল সোমবার বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে খুলনা নগরীর সোনাডাঙ্গা এলাকায় দুর্বৃত্তরা তার মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পরবর্তীতে চিকিৎসকদের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে শেখ হাসিনা সিটি মেডিকেল সেন্টারে স্থানান্তর করা হয়।

মীর শামসুজ্জোহার কৃতিত্বময় জীবন আজও স্বরণীয়

আলমডাঙ্গা মীর শামসুজ্জোহা ডিগ্রী কলেজের প্রতিষ্টাতা দানবীর, শিক্ষানুরাগী, চাটার্ড একাউনটেন্ট মীর শামসুজ্জোহার ২৩ তম মৃত্যু বার্ষিকীর দিনেও তার কৃতিত্ত্বময় জীবন আজও স্বরণীয়।

প্রাথমিক পড়াশোনা হারদী প্রাইমারি স্কুলে। পরে ভর্তি হন আলমডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে। পায়ে হেঁটে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করে মেট্রিকুলেশন শেষে খুলনা আযম খাঁন কমার্স কলেজে ভর্তি হন। খুলনা পিপলস জুট মিলে চাকুরী করে ও নাইট কলেজে পড়াশোনা করে সেখান থেকে আই, কম পাস করে পরবর্তীতে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ হতে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করে অধ্যয়ন করেন চাটার্ড এ্যাকাউন্টেন্সি (সিএ)। সিএ পাস করার পর পাড়ি জমান লন্ডনে বড় ভাই প্রবাসী ডাঃ সামসুল আলমের নিকট। সেখানে গড়ে তোলেন বর্তমানে বিশ্বের বহুদেশে বিস্তৃত ও বিখ্যাত “জোহা এন্ড কোম্পানি” চাটার্ড এ্যাকাউন্ট অডিট ফার্ম।

জোহা সাহেবের কর্মজীবন লন্ডনে হলেও জন্মভূমিকে কোনোদিন ভুলতে পারেননি। তিনি নিজ এলাকা ও দেশের জন্য যা করেছেন, তা অনন্য। এম.এস হুদা ইন্সটিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি, এম.এস জোহা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, এম.এস জোহা কৃষি কলেজ ও এম.এস জোহা বিজনেন্স ম্যানেজমেন্ট কলেজ তথা নিপ্পন জোহা এডুকেশন কমপ্লেক্স। প্রতিষ্ঠা করেছেন মীর শাসসুল ইসলাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, এছাড়া

তার ভাবি নার্গিস ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত নার্গিস ইসলাম মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

ল্যাবরেটরীতে গ্যাস বিস্ফোরণে বড় ছেলে নিপ্পন জোহা মাত্র ছয় বছর বয়সে মৃত্যু ঘটে। নিপ্পন জোহার নামে আলমডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজে একটি লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ করে দেন জোহা সাহেব। যার নামে এই ক্যাম্পাসে নিপ্পন জোহা টেকনিক্যাল স্কুল, এস.এস.সি (ভোক) প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর পিতার নামে হারদী গ্রামে মীর সামসুদ্দীন আহমেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন।

এছাড়াও বর্তমানে আলমডাঙ্গায় পাঁচ ভাই ও দুই বোন। বড়ভাই প্রয়াত ডাঃ মীর শামসুল আলম, এম.আর.সি.পি লন্ডনে বসবাস ও কর্মস্থল ছিল। মেজ ভাই মরহুম মীর সামসুল হুদা ছিলেন সাবেক ফরেষ্ট রেঞ্জার। সেজ স্বয়ং সুবিদিত শিক্ষানুরাগী ও দানবীর মীর শামসুজ্জ্বোহা, ৪র্থ ভাই মরহুম মীর শামসুল আজম, এম.এ (অর্থনীতি) ছিলেন জোহা এন্ড ব্রাদার্স’র এম.ডি আর ছোট ভাই মরহুম মীর শামসুল ইসলাম ছিলেন অতিরিক্ত কর কমিশনার।

স্ত্রী হামিদা জোহা লন্ডনে শিক্ষকতা করতেন ও একমাত্র ছেলে ডাঃ ময়েন জোহা লন্ডনে ডাক্তারী পেশায় নিয়োজিত আছেন। আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অংক শিক্ষক শ্রদ্ধেয় মরহুম আবুল হোসেন ও আমেরিকার বিখ্যাত চেনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোনায়েম চৌধুরী তাঁর ক্লাসমেট ছিলেন। ২০০২ সালের ২২ শে ডিসেম্বর নিয়তির অমোঘ বিধানে লন্ডনে দানবীর এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়।

গতকাল তার ২৩ তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে হারদী এমএস জোহা কলেজে তার জন্য দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়েছে। গতকাল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কলেজের হলরুমের সামনে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন এম এস জোহা কলেজের অধ্যক্ষ নিয়ামত আলী।সহকারি অধ্যাপক একে এম ফারুকের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, সহকারি অধ্যাপক, মীর শামসুজ্জোহা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান, সহকারি অধ্যাপক মিজানুর রহমান, সহকারি অধ্যাপক জেসমিন আরা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সদস্য আব্দুস সাত্ত্বার খান ‘শামসুদ্দিন আহমেদ মধ্যমিক, বিদ্যালয় অব: প্রধান শিক্ষক, ‘মোঃ মহিনুল হক, হিতৈষী সদস্য, মোঃ আব্দুল হান্নান,

বিদ্যোৎসাহী সদস্য, মোঃ আরব আলী, অভিভাবক সদস্য মহির উদ্দিন, মোঃ আব্দুস সাত্তার, শিক্ষক প্রতিনিধি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, সমাজ সেবক মহিনুল ইসলাম, মোঃ শহিদুল ইসলাম খান। দোয়া পরিচালনা করেন, সহকারি অধ্যাপক আব্দুর রহমান।

আলমডাঙ্গায় বালি বোঝাই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল কিশোরের

বালি বোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেলো কিশোর তানজিলের। চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক কিশোর নিহত হয়েছেন।

গতকাল সোমবার রাত ৭ টার দিকে উপজেলার আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কের মুন্সিগঞ্জ নিগার সিদ্দিক কলেজ এলাকায় সেলিম চেয়ারম্যানের ইটভাটার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কিশোর তানজিল (১৭) আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বন্ডবিল স্কুল পাড়ার তোহিদুল ইসলামের ছেলে সাংবাদিক মহিদুল ইসলামের ভাইপো।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, তানজিল রাত ৭ টার দিকে সে তার বোনের বাড়ি উপজেলার নাগদাহ গ্রামে যাচ্ছিলেন। এ সময় বালুভর্তি একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দেয়। এতে ট্রাকটির পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। স্থানীয় লোকজন ট্রাকটি ধাওয়া করলে দ্রুত পালিয়ে যায়। অপরদিকে মোটরসাইকেলের পিছনে বসে থাকা দোলাভাই ছিটকে পড়ে আহত হয়। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা জেলা হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বানী ইসরাইল বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পুলিশ নিহত কিশোরের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় সাংবাদিকদের সঙ্গে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি প্রার্থীর মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গায় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেছেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-২ (দামুড়হুদা–জীবননগর) আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।

সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টায় চুয়াডাঙ্গা চেম্বার অব কমার্স ভবনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমেই দেশের জন্য সঠিক নেতৃত্ব উঠে আসবে।

তিনি আরও বলেন, জনগণের রায়ে নির্বাচিত হতে পারলে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের দীর্ঘদিনের অবহেলিত জনপদের সার্বিক উন্নয়নে তিনি অগ্রাধিকার দেবেন। বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, সড়ক অবকাঠামো, কৃষি ও ক্রীড়া ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উন্নয়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, জনগণের সিদ্ধান্তেই চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। নির্বাচিত হলে তিনি এ আসনকে চাঁদাবাজি ও দুর্নীতিমুক্ত একটি আদর্শ সংসদীয় আসনে পরিণত করতে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখবেন।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজিব হাসান কচি, সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি সরদার আল আমিন, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি অ্যাডভোকেট মানিক

আকবর, সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান সেলিম, দৈনিক সময়ের সমীকরণ-এর প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপনসহ জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিজিবির সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি

খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও শ্রমিক উইংয়ের খুলনা বিভাগীয় আহ্বায়ক মোতালেব সিকদারকে লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তদের গুলিবর্ষণের ঘটনার পর চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

অপরাধীরা যাতে সীমান্ত পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়ে যেতে না পারে, সে লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত টহল, নজরদারি বৃদ্ধি এবং কৌশলগত স্থানে বিশেষ চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি কার্যক্রম শুরু করেছে।

গতকাল সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকাল আনুমানিক ১১টার দিকে খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকায় এ গুলির ঘটনা ঘটে। এ সময় দুর্বৃত্তরা মোতালেব সিকদারকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে তিনি গুরুতর আহত হন। তিনি এনসিপির কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক এবং দলটির খুলনা বিভাগীয় শ্রমিক উইংয়ের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ঘটনার পরপরই চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক জেলার দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় নজরদারি ও পাহারা জোরদারের নির্দেশ দেন। সোমবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, অপরাধীদের দেশত্যাগ ঠেকাতে সীমান্ত এলাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে বিশেষ চেকপোস্ট স্থাপন এবং নিয়মিত টহলের পাশাপাশি টহল কার্যক্রম দ্বিগুণ করা হয়েছে।

এছাড়া সীমান্ত দিয়ে চলাচলকারী সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করে

দুষ্কৃতকারীদের আটক করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানানো হয়।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসান বলেন,

“এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িতরা যাতে কোনোভাবেই সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে, সেজন্য দক্ষিণ-পশ্চিম রিজিয়ন যশোর বিজিবির নির্দেশনায় সব ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।”